গাংনীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলার এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত কিশোরী সংঘের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান সোমবার বিকালে বিদ্যালয়ের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাংনী উপজেলা অফিসের “দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য়” এর আওতায় এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের কিশোরী সংঘের ১০০ জন ছাত্রী এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্ব করেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহকারি পল্লী উন্নয়ন অফিসার (ইরেসপো) সাব্বির আহমেদ।

এমএইচএ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান খাঁনের সঞ্চালনায়, এ সময় বক্তব্য রাখে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লিলিমা মাহফুজ তিশা।

প্রশিক্ষণে কৈশর বা বয়: সন্ধিকালীন পরিচিতি, বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক মানষিক পরিবর্তন, শারীরিক পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা ও বাল্যবিবাহের কুফল-সুফল এবং বাল্যবিবাহ আইন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সেই সাথে কিশোরী সংঘের ১০০জন কিশোরীর মাঝে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় এক ব্যক্তির ২ বছরের কারাদন্ড

ফেনসিডিল মামলায় মফিজ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ২ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন মেহেরপুর স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-২ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাস।

আজ সোমবার (৪ জুলাই) দুপুরের দিকে মামলার এ রায় দেন তিনি। দন্ডিত মফিজ গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি খাসমহল গ্রামের চাঁদ মহাম্মদের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারী বিকাল সাড়ে ৫ টার সময় তেঁতুলবাড়িয়ার গোলামের জমির উপর ফাঁকা যায়গায় ফেনসিডিল কেনা বেচার সময় গোপন সংবাদে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)র এএসআই জিয়াউর রহমান অভিযান চালিয়ে ৫ বোতল ফেনসিডিলসহ মফিজকে আটক করেন। এঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে গাংনী থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ বি(২) ধারায় একটি মামলা করা হয়।

পরে এ মামলার তদন্ত করার জন্য ডিবি পুলিশকে দেন গাংনী থানা পুলিশ। মামলা ডিবি পুলিশের এসআই ফজলুল হক তদন্ত করে আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন।

১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫বি(২) ধারায় অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাবস্ত্য করে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরো ৩ মাসের কারাদন্ড দেন বিচারক।

মামলায় সরকারী পক্ষের কৌশলী ছিলেন অতিরিক্ত পাবলিক প্রশিকিউটর (এপিপি) কাজী শহিদুল হক ও আসামী পক্ষের কৌশলী ছিলেন অ্যাডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল।

শিক্ষক হত্যা ও সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

ঢাকার আশুলিয়ায় হাজী ইউনুছ আলী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকার কে হত্যা ও নড়াইলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাস সহ সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতের প্রতিবাদে সোমবার সকালে ঝিনাইদহের পোষ্ট অফিস মোড়ে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদ, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদসহ সাধারণ শিক্ষক-কর্মচারীর যৌথ উদ্যোগে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি নারায়ন চন্দ্রের সভাপতিত্বে এবং উত্তম গাঙ্গুলির পরিচালনায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ইকরামুল হক লিকু, ঝিনাইদহ জেলা পুজা কমিটির সভাপতি বিনয় কুমার বিশ্বাস, ঝিনাইদহ জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি জয়া রানী চন্দ্র, স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদেও সভাপতি অধ্যক্ষ আসাদুজ্জামান শাহীন, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হবিবুর রহমান, ঘাতক দালাল নিমূর্ল কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আব্দুল মালেকসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে অতিথি বৃন্দ বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাদের দাবি আশুলিয়া স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-কে স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা এবং নড়াইলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতনকারীসহ সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতনের সাথে যারা জড়িত তাদের কে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানান।

এছাড়া সারাদেশে যারা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে এসব সৃষ্টি করছে তাদের খুজে বের করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কলেজ শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারের পরিবারের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তাছাড়াও সাম্প্রদায়িক সুরক্ষা আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করে সকলের সম অধিকার

প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।

ফের ঢাকা যাচ্ছে কুষ্টিয়ার তৈয়ব আলীর ‘কালো মানিক’

গত বছর ঢাকায় নিয়ে গেলেও কাঙ্খিত দাম না মেলায় কুষ্টিয়ার বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় ষাঁড় ‘কালো মানিক’কে। এক বছর পর ফের তৈয়ব আলী তার প্রিয় ‘কালো মানিক’কে ঢাকায় নিয়ে যাচ্ছেন। কালো মানিকের ওজন প্রায় ৩০ মণের ওপরে। গায়ের রং কালো কুচকুচে। লম্বায় আনুমানিক ১০ফুট।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হালসা বামনগাড়ী এলাকার দরিদ্র কৃষক তৈয়ব আলী বেশ কয়েক বছর ধরে এই ষাঁড়টি লালন পালন করছেন । আদর করে ষাঁড়টির নাম দিয়েছেন কালো মানিক। বিশালাকৃতির ষাঁড়টি এরই মধ্যে এলাকায় বেশ আলোড়ন তৈরি করেছে। অনেকেই তার বাড়িতে ষাঁড়টি দেখতে আসছেন।

তৈয়ব আলী জানান, গত বছর ঢাকার গাবতালি বাজারে বিক্রির জন্য তিনি নিয়ে যান প্রিয় ‘কালো মানিক’কে। তখন ষাঁড়টির ওজন ছিল ৩১মণ। দাম চেয়েছিলেন ১০ লাখ টাকা। কিন্তু কাঙ্খিত দাম না পাওয়ায় ষাঁড়টি বিক্রি না করে ফিরিয়ে নিয়ে যান বাড়িতে। এক বছর ধরে টাকা পয়সা ধার দেনা করে ষাঁড়টির যত্ন করছেন তৈয়ব আলী। তিনি আরও জানান, দু’একদিনের মধ্যে ঢাকায় নিয়ে যাবেন প্রিয় কালো মানিককে।

তৈয়ব আলী বলেন, গত বছর ১০ লাখ টাকায় বিক্রির ইচ্ছা ছিলো ষাঁড়টি। কিন্তু ৭ লাখ টাকার ওপরে দাম না ওঠায় হতাশ হয়ে ফিরে আসি। এক বছর ধার-দেনা করে ষাঁড়টি পালছি। আশা করছি কাঙ্খিত দামে বিক্রি করতে পারবো। তার আশা, এ বছর ১৫ লাখ টাকায় ষাঁড়টি বিক্রি করতে পারবেন।

তবে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা হওয়ায় কারণে গরুর বাজার পড়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তৈয়ব আলী। কাঙ্খিত দাম না পেলে লোকসান হলেও কালো মানিককে এবার আর ফিরিয়ে আনবেন না বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে আগুন

কয়েকদিন ধরে তীব্র গরমে অতিষ্ঠ শহরবাসী, অন্যদিকে লোডশেডিং এ নাজেহাল শহরবাসী। তার উপর আচমকাই বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো কুষ্টিয়া শহরে।

ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের ব্যাস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা এনএস রোডের ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকাবাসী ও পথচারীদের মধ্যে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যানজট। খবর দেওয়া হয় কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম। তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে বিদ্যুতহীন হয়ে পড়ে গোটা শহর।

জানা যায়, সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এনএস রোডের পরিমল টাওয়ারের সামনে থাকা একটি ট্রান্সফরমারের মধ্যে আচমকাই ধোঁয়া উঠতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত দোকান কর্মচারী, পথচারী এবং আশেপাশের ব্যবসায়ীদের এই ঘটনা চোখে পড়ে। এরপর কিছু সময় যেতে না যেতেই নিমেষের মধ্যেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

সেইসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা বিদ্যুতের জোড়া খুটির ট্রান্সফরমারে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার জেরে প্রবল আতঙ্কিত হয় পথচারি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা।

এসময় বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এনএস রোড সড়কে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

আকতার হোসেন বাবুল নামের এক ব্যবসায়ী জানান, এই এলাকায় হঠাৎ করেই ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যায়। দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে। এরপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকলে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

তারপর তারা দমকল কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা করেন। ঘটনার ফলে বিদ্যুতের দুই খুঁটির মাঝে পুরো

অংশ জুড়েই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় পৃথক দুটি মামলায় যাবজ্জীবন- ১ ও অপরজনের ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ায় বড় ভাবীকে হত্যার দায়ে শুকুর আলী নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও একই সাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দেশীয় তৈরীর এলজি (বন্দুক), ৩ রাউন্ড গুলি, ২টি ককটেল বোমা রাখার অপরাধে তাজুব্বর মালিথা নামে অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই পৃথক দুটি মামলার রায় ঘোষনা করেন। রায় প্রদান শেষে কড়া নিরাপত্তায় আসামীদেরকে জেলাকারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

হত্যা মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন দৌলতপুর উপজেলার পূর্ব আমদামী ঘাট এলাকার মৃত সাহাজ উদ্দিন শেখের ছেলে শুকুর আলী এবং অস্ত্র মামলার আসামী হচ্ছেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া বাজারপাড়া গ্রামের আকবার মালিথার ছেলে তাজুব্বর মালিথা।

আদালত সূত্রে জানা যায় ২০১৩ সালের মার্চের ২০ তারিখে আসামী শুকুর আলী পানি না নিয়ে বাথরুমে যান। পরে আসামীর মেয়ে বিথী (৭) এর কাছে বাথরুমে এসে পানি দিতে বললে তার মেয়ে পানি না দিয়ে চলে যায়। পরবর্তীতে বদনায় করে বাথরুমে পানি না দেওয়ার কারণে মেয়েকে গালিগালাজ করতে থাকে। আসামীর বড় ভাবী রওশনা তার মেয়েকে গালিগালাজ করতে নিষেধ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠানে থাকা কোদালের ধারালো পাশের উল্টা পিঠ দিয়ে আসামীর বড় ভাবী রওশনা কে মাথার পিছনে আঘাত করিলে গুরুত্বর রক্তাক্ত জখম হন এবং ঘটনাস্থলে মারা যান। এ বিষয়ে দৌলতপুর থানায় একদিন পরে নিহতের ভাই বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে ২০১৩ সালের অক্টোবর ০২ তারিখে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন এবং সাক্ষীপ্রদান শেষে আজ এ রায় ঘোষণা করেন।

অপরদিকে, ২০১২ সালের জুনের ১৬ তারিখে মিরপুর থানার পুলিশ অভিযান পরিচালনা কালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া গিয়াস উদ্দিন পিস্তলের বাড়ীর উত্তর পাশে আম কাঠালের বাগানের মধ্যে সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করার জন্য অস্ত্রগুলি ও বোমাসহ অবস্থান করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টা করে। তখন পুলিশের সহায়তা তাদের পিছু ধাওয়া করে তাজুব্বর মাথিলার দেহ তল্লাশী করে একটি দেশীয় অস্ত্র এলজি বন্ধুক এবং কোমরে গোজানো অবস্থায় তিন রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে মিরপুর থানায় পুলিশ বাদী হয়ে একটি অস্ত্র আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষনা করেন।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের পৃথক অভিযানে ৪০৩ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ জন আটক

র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-৬) ঝিনাইদহ ক্যাম্পের পৃথক দুটি দল অভিযান চালিয়ে ৪০৩ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার মাধবখালি গ্রামের আব্দুস সাত্তারের ছেলে শাহাজান খান ও একই উপজেলার সীমান্তবর্তি গোয়ালপাড়া গ্রামের শফিকুল ইসলামের ছেলে মাদক কারবারী মাসুম হোসেনকে (২৬)।

র্যাব-৬ ঝিনাইদহের ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর মোহাম্মদ শরীফ

আহসানের নেতৃত্বে আজ সোমবার (৪জুলাই) ভোররাত সাড়ে ৫ টা ২০ মিনিটের দিকে জীবনের পৌরসভা এলাকায় অভিযানে শাজাহান খানকে আটক করেন। এসময় তার কাছ থেকে ২৯৫ বোতল একটি মোবাইল ফোন জব্দ করেন। এঘটনায় জীবননগর থানায় মামলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া রবিবার দিবাগত (৩ জুলাই) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে জীবননগর উপজেলা শহরে বেশ কিছু মাদক ক্রয়ের জন্য ক্রেতা বিক্রেতা অবস্থান করছেন এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি ইউনিট সেখানে অভিযান চালান। অভিযানে অন্যানরা পালিয়ে গেলেও জীবননগর উপজেলার শফিকুল ইসলামের ছেলে মাদক কারবারী মাসুম হোসেনকে (২৬) আটক করে র্যাবের দলটি। এসময় তার কাছ থেকে ১০৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এছাড়া একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়ছে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে জীবননগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আসামীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ ২ জন আটক

পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করেছেন মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের জাকিরুল ইসলাম ওরফে জাকিরের ছেলে নাহিদ হোসেন (২৬) ও একই উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের খোদা বকসের ছেলে স্টেু বিশ্বাস (৪৭)।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রবিবার সন্ধ্যার দিকে মুজিবনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) উত্তম কুমারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি ইউনিট আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে ৩ গ্রাম হেরোইনসহ সেন্টু বিশ্বাসকে আটক

করেন। এছাড়া মুজিবনগর থানার এসআই ইসরাফির হোসেনের নেতৃত্বে অপর একটি অভিযানে মোনাখালি গ্রামের জাকিরুল ইসলাম ওরফে জাকিরের ছেলে নাহিদ হোসেনকে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করেন।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(১) সারণীর ৮(ক) ধারায় পৃথক দুটি নিয়মিত মামলা দিয়ে আজ সোমবার (৪ জুলাই) আটকদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শোলমারীর সাইফুল গ্রীসে স্ট্রোক করে মারা গেছেন

সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে সাইফুল ইসলাম প্রায় ৭ বছর আগে পাড়ি জমিয়েছিলেন গ্রীসে। সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে পারলেও সাইফুল ইসলাম আর ফিরে আসতে পারলেন স্ত্রী সন্তান আর বাবা মায়ে বুকে। সারাদিন কাজ শেষে হোস্টেলে ফিরেই ঢুলে পড়েন মৃত্যুর কোলে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের সাইফুল ইসলাম (৪৫) গ্রীস প্রবাসী স্ট্রোক করে মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন।

সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের নতুনপাড়া এলাকার সামছুল ইসলামের ছেলে। সে দুই সন্তানের জনক।
রবিবার দিবাগত রাত বাংলাদেশ সময় আনুমানিক দেড় টার দিকে মারা যান তিনি।

সাইফুল ইসলামের ফুঁপাতো ভাই মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ইমতিয়াজ হোসেন মিরন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, সাইফুল ইসলাম দেশে থাকাবস্থায় চাষ আবাদ করতেন। সংসারের উন্নতি করতেই বিদেশ গেছিলেন তিনি।
তার মরদেহ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান ইমতিয়াজ হোসেন মিরন।

মেহেরপুরের শ্রমিক ও প্রতিবেশী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮জন আহত

মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় চারতলা ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ করায় নির্মাণ শ্রমিক ও প্রতিবাদকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৮ জন আহত হয়েছে।

গতকাল রবিবার দুপুর ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধার মেয়ে রিক্তা খাতুন ও বড় মেয়ের ছেলে ইডেন আরাফাত জেহাদ (২০) আহত হয়েছে। এতে আরাফাতের মাথায় ৮টি সেলাই হয়েছে। এদিকে এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে স্থানীয়রা নির্মাণ শ্রমিকদের গণপিটুনি দিয়েছে। এতে ৬ শ্রমিক গুরতর আহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঠিকাদার সালেহ উদ্দিন আবলু ঘটনাস্থলে গেলে তিনিও তোপের মুখে পড়েন । পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

স্থানীয়রা জানান, দুই বছর ধরে মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় চার তলা একাডেমিক ভবনের কাজ শুরু হয়। কাজটি করছেন ঠিকাদার সালেহ উদ্দিন আবলু। কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে আশেপাশের বসতিরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার দাবি করে। তবে ঠিকাদার তাদের দাবি না শুনে নির্মান কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুক্তিযোদ্ধা শওকত হোসেনের স্ত্রী ময়না খাতুন জানান, ঘটনার সময় তিনি রান্না ঘরে রান্না করছিলেন। এসময় উপর থেকে একটি রডের টুকরো রান্না ঘরের টিন ফুটো করে তার পাশে পড়ে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তার নাতি আরাফাত হোসেন ওই রডটি নিয়ে প্রতিবাদ করতে যায়।

এসময় সামিউলসহ কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক হাতে থাকা বেলচা দিয়ে আরাফাতকে এলোপাতাড়ি পেটাতে থাকে। এতে তার মাথা ও হাতে আঘাত লাগে। এসময় তার চিৎকারে পরিবার ও আশেপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

তিনি আরো জানান, মাঝে মধ্যে ইট, বালি ও রডের টুকরা পড়ে। যেকারণে আমরা সেখানে কিছু দেওয়ার কথা বলি যাতে কিছু না পড়ে। কিন্তু সেটা

না দেওয়ায় একটুর জন্য আজ আমি বেঁচে যায়। ঠিকাদারকে বললে তিনি শুধু হুমকি দেন। মাদ্রাসার প্রিন্সিপালকে বারবার বলেও কোন লাভ হয়নি।

৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি বলেন, কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে আমি বেশ কয়েকবার ঠিকাদারকে বলেছি ভবনের পাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি কোন গুরত্ব দেননি। যে কারণে আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যেটা ঠিকাদার মোটেও ঠিক করেননি।

মেহেরপুর শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোস্তাকিন আহমদে বলেন, ভবন নির্মাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করার জন্য কোন বরাদ্দ নেই। তবে ঠিকাদার পরিবেশ বুঝে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে কাজ করতে পারতেন।

মেহেরপুর তাঁতীপাড়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার রুহুল আমিনকে কয়েকবার ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

মাদ্রাসার অফিস সহকারী গিয়াস উদ্দিন জানান, রড পড়েছে কি না জানিনা। তবে মিস্ত্রিরা ওই সময় প্লাস্টারের কাজ করছিলেন।

তবে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রমিক আনারুল ইসলাম বলেন, আমরা কোন রডের কাজ করিনি। ২য় তলায় প্লাস্টারের কাজ করছিলাম। কিন্তু তারা রড ফেলেছি বলে এসে আমাদের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। এসময় ধাক্কাধাক্কিতে ওই ছেলেটার মাথা ফেটে যায়। তারপর তারা লোকজন ডেকে নিয়ে এসে আমাদের মিস্ত্রিদের বেধড়ক পিটিয়েছে। এতে কয়েকজন গুরতর জখম হয়েছে।

ঠিকাদার সালেহ উদ্দিন আবলু বলেন, কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে ওই পরিবারটি ডিস্টার্ব করছে। স্থানীয় কাউন্সিলর বাপ্পি চাঁদা চেয়ে না পেয়ে ওই পরিবারকে উস্কে দিয়ে সরকারি কাজে বাধা প্রদান করে আসছে। তিনি আরো বলেন, প্রটেকশন দেওয়ার মত কাজ এখনো শুরু হয়নি,তাই প্রটেকশন দেওয়া হয়নি।

তবে বাপ্পি কাউন্সিলরের সাথে চাঁদার ব্যাপারে ফোন করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি জুলফিকার আলী বলেন, ওই ঘটনায় সৃষ্ঠ মারামারিতে উভয়পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে। আমরা ঠিকাদারকে বলেছি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে কাজ চালু রাখতে। কোন পক্ষই এখনো

অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।